দৈনিক বাংলা

তারিখ 28 MAY 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

০১

বুয়েটে মাস্টার্স কোর্সে ভর্তি

নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রদের আকর্ষণ 'বুয়েট' অর্থাৎ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু এখানে মাস্টার্স কোর্সে ভর্তির জন্য চলছে ইন্টারভিউ নামে 'প্রহসন'। মাস্টার্স, কোর্সে ভর্তির যোগ্যতা চাওয়া হয়েছে, যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনষ্টিটিউট থেকে সংশ্লিষ্ট বিভাগে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী। কিন্তু গত ১৯ ও ২০শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত ইন্টারভিউতে ভর্তিচ্ছুকদের পড়ালেখা সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন না করে শুধু মাত্র তাদের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে তাদের বিগত বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে প্রাপ্ত নম্বরের গড়। যা তাদের ফরমের সঙ্গে সংযুক্ত সত্যায়িত মার্কশীটেই উল্লেখ ছিল এবং যারা গড়ে ৫০% নম্বরের কম পেয়েছে তাদের চোখ বুঁজে বাদ দেয়া হয়েছে। এটাই নাকি 'একাডেমিক রুল'। এখন আমার প্রশ্ন হলো তিনটি :- এক, বুয়েটে এইচএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতেই কিবিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তি করা হয়? আমরা জানি তা নয়। তাহলে এসএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে কেন? দুই, বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স কোর্সে ভর্তির জন্য কোথাও কি লিখিত পরীক্ষা নেয়া হয়না? আসলে তা নেয়া হয়। তা'হলে এখানে লিখিত ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে না কেন? তিন, যদি একাডেমিক রুল অনুসারে গড়ে ৫০% এর কম নম্বর প্রাপ্তদের ভর্তি করা নাই হবে তবে তা পত্রিকার ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হলো না কেন? এসব প্রশ্নের উত্তরে বুয়েট কর্তৃপক্ষ কি বলবেন জানিনা, তবে ভর্তি সংক্রান্ত তাদের খামখেয়ালী নীতিমালার ফলাফল যারা ১৯৮৮ সালের নবেম্বরে এইচএসসি পরীক্ষায় পাস করে বুয়েটে ৪ বছরের বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তি হয়েছিলেন তারা ভালভাবেই উপলব্ধি করেছেন। তাদের পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে এই ৯৫ সালের 'এপ্রিল', অর্থাৎ এতে সময় লেগেছে মাত্র ৬ বৎসর ৫ মাস।

তাই আমাদের আবেদন, এই তথাকথিত ইন্টারভিউ বাতিল ঘোষণা করে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স কোর্সে ভর্তির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো পরিষ্কার লিখিত ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হোক। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে তদন্ত কমিটি গঠন করে জরুরী পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করছি।

জনৈক ভর্তিচ্ছুক প্রার্থী
ঢাকা।